ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৬ আষাঢ় ১৪৩২, ৩০ জুন ২০২৫

কিউএস বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এবারও দেশসেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ বিশ্বে অবস্থান ৫৮৪

যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (QS) প্রকাশিত ২০২৫ সালের 'QS World University Rankings 2025: Top Global Universities' শীর্ষক তালিকায় দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বের সেরা ৬০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এবারের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৫৮৪তম। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ স্থান অধিকারী করেছে। উল্লেখ্য, গতবছরের র‍্যাঙ্কিংয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ সেরা হয়েছিলো।

বিশ্বের ১ হাজার ৫০১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই র‍্যাঙ্কিং তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক মান মূল্যায়নের জন্য QS বর্তমানে মোট ৯টি সূচক ব্যবহার করে, যার প্রতিটিতে সর্বোচ্চ স্কোর ১০০। সূচকগুলোর গড় স্কোরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত অবস্থান নির্ধারিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্কোর ২৮ দশমিক ৭০। গবেষণা ও আবিষ্কার সূচকে একাডেমিক খ্যাতিতে স্কোর ৩০ দশমিক ৫০ এবং শিক্ষকপ্রতি গবেষণা-উদ্ধৃতিতে স্কোর ৬ দশমিক ৯০ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এছাড়া, শিক্ষণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে স্কোর ১০ দশমিক ৫০, কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে ফলাফলের স্কোর ৯৭ এবং চাকরির বাজারে সুনামের জন্য স্কোর ৫১ দশমিক ৩০ অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা সূচকে আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাতে স্কোর ২ দশমিক ২০, আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্কে ৫৭ দশমিক ৮০, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাতে ১ দশমিক ৪০ এবং ছাত্র বৈচিত্র্যে স্কোর ১ দশমিক ৩০ পেয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। 'সাসটেইনেবিলিটি' বা স্থায়িত্ব সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোর ৫৪ দশমিক ২০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্য শিক্ষা, গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রতিফলন।

পিএইচডি ও এমফিল প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে (জুলাই-ডিসেম্বর) পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (https://du.ac.bd) আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখায় ১ হাজার টাকা জমার রশিদের মূলকপি, সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে গবেষণার একটি রূপরেখা (Synopsis) জমা দিতে হবে। বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের পর ভর্তির আবেদন করতে হবে।

এমফিলঃ ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাবিতে ইউনেস্কো চেয়ার: ১২৫টি দেশের সঙ্গে একাডেমিক সংযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "Inclusion in Higher Education Systems" শীর্ষক একটি ইউনেস্কো চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (UNESCO)-এর UNITWIN/UNESCO Chairs Programme-এর অংশ। বিশ্বজুড়ে ১২৫টি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজারেরও বেশি ইউনেস্কো চেয়ার রয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়, যা সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে উৎসাহিত করে।

এই চেয়ার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনেস্কোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এবং ইউনেস্কোর পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থার মহাপরিচালক ওদ্রে আজুলে (Audrey Azoulay)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চেয়ারের চেয়ারপার্সন এবং একই ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবিব কো-চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের নেতৃত্বে চেয়ারটি উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি, সমতা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এ বছর জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। গত ২৫ জুন ২০২৫ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের পক্ষে বিভাগীয় চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগম এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

যৌন নিপীড়ন, বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে নতুন পদক্ষেপ

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী চেতনার আলোকে অংশীজনদের পরামর্শক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একাধিক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে একইসঙ্গে যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

পুনর্গঠিত যৌন নিপীড়নবিরোধী কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন:

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট সালমা আলী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মির্জা তাসলিমা সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান, আইন বিভাগের অধ্যাপক ডালিয়া পারভীন এবং উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. উম্মে বুশরা ফাতেমা সুলতানা।

এর পাশাপাশি যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি, বুলিং, র‍্যাগিং ইত্যাদি প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নীতিমালা ও ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

ঢাবি'র প্রস্তাবিত বাজেট ১ হাজার ৩৫.৪৫ কোটি টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজস্ব ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছে ১ হাজার ৩৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গত ১৭ জুন ২০২৫ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক সংবাদ সম্মেলনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ৯শ' ৯৩ দশমিক ৯৩ কোটি টাকা। এর আগে গত ১৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটের নিয়মিত সভায় এই বাজেট অনুমোদিত হয়।

গত বছরের তুলনায় এবারের বাজেট ৯০ কোটি ২৯ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাজেট চাহিদা ১ হাজার ২৫১ কোটি টাকা হলেও নতুন বাজেট অনুমোদন হয়েছে ১ হাজার ৩৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার। যেখানে বাজেট কমতি থাকবে চাহিদার প্রায় ২১৬ কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটের মধ্যে ৮৫.২৮% অর্থাৎ ৮৮৩ কোটি ৪ লাখ টাকা দেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে আসবে বাজেটের ৮.৬৯% অর্থাৎ ৯০ কোটি টাকা। ফলে ঘাটতি থাকবে ৬. ০৩% অর্থাৎ ৬২ কোটি ৪১ লাখ টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটের ৬২.৬৯ শতাংশই (৬৪৮ কোটি ২৭ লাখ ৯৩ হাজার টাকা) ব্যয় হবে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশনে। এ ছাড়া পণ্য ও সেবাসহায়তা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

'বাজেট ২০২৫-২৬ : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান' শীর্ষক আলোচনা সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র উদ্যোগে 'বাজেট ২০২৫-২৬ : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২৪ জুন ২০২৫ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-বাজেট সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ব্যবসায় গবেষণা ব্যুরো (বিবিআর)-এর উদ্যোগে 'Pathway towards Budget Reform 2025-26' শীর্ষক এক প্রাক-বাজেট সেমিনার গত ৩১ মে ২০২৫ অনুষদের ড. আবদুল্লাহ ফারুক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিবিআর-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. এবিএম শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণাসহ গুরুত্বপূর্ণখাতে বাজেট সংকোচন না করার উপর গুরুত্বারোপ করে (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

দু'দিনব্যাপী মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ১৭ জুন ২০২৫ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ঢাকাস্থ মালয়েশিয়ার হাই কমিশন এবং মালয়েশিয়ার পেনদিদিকান সুলতান ইদ্রিস ইউনিভার্সিটি (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia)-এর যৌথ সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

দু'দিনব্যাপী ফার্স্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স কনফারেন্স

শ্যাডো রিফর্ম কমিশন, শ্যাডো ন্যাশনাল কনসেনসাস কমিশন এবং পলিটিক্যাল অ্যান্ড পলিসি সায়েন্স রিসার্চ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে 'দ্য স্টেট রিফর্মস ইন ট্রানজিশনাল ডেমোক্রেসিস: ফ্রম মাস আপরাইজিং টু ইলেকশন অ্যান্ড স্টেট বিল্ডিং' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী "ফার্স্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স কনফারেন্স" গত ২২ জুন ২০২৫ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

দু'দিনব্যাপী ক্যারিয়ার ফেস্ট

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাবের উদ্যোগে গত ২৭ মে ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে দু'দিনব্যাপী 'ক্যারিয়ার ফেস্ট' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ফেস্ট উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই ফেস্ট আয়োজন করা হয়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাবের সভাপতি ইশতিয়াক শাহরিয়ার অলকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের মডারেটর কাজী গোলাম রাব্বানী মাওলা, গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফারজানা কাদের, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ফারজানা বাসার, (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১)

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) ঐশ্বর্য নিজাম, বিলকিস বানু স্বর্ণা, মেহজাবিন ইসলাম, খাদিজাতুল কোবরা প্রমি, তামিম জাহান পড়শি, কানিজ ফাতেমা গ্লোরি, অপর্ণা ভৌমিক, মোছা. নিশাত আক্তার, আফসানা সুলতানা, নাসরিন সুমাইয়া, সুমি কায়সার, রিফাহ তাসমিয়া, তানজিলা সুলতানা, সৈয়দা নিগার সুলতানা, সুরভী আক্তার, আনিকা সাদিয়া উদলা, তাসনিম আহমেদ রিমঝিম, তাসফিয়া তাসনিম, রাশনা শারমিন, মৃন্ময়ী রায়, তানিয়া খাতুন, নাজিয়া আক্তার, মারিয়া জাহান, মোছা. সাথী খাতুন, মোছা. তানিয়া খাতুন, সানজিহাবিন সাম্মি, মৌমিতা রানী চন্দ পূজা, আইনা বেগম, মালিহা সামিহা রহমান, মুবাশ্বিরা তাসনিম আকন্দ, মাকসুরা আহমেদ এশা, হানিফা বেগম ফারিহা, তাহসিনা তাবাসসুম সাবহা এবং মুমতাহিনা সারমিন শেলা।

উল্লেখ্য, আগামী ১ বছরের জন্য পরিবেশ ক্লাবের সভাপতি হিসেবে লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পারিজাত চন্দ্রানোনা অর্চি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের খাদিজাতুল কোবরা প্রমি নির্বাচিত হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচনের জন্য প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) একইভাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও সংযুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরাও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। প্রতিটি আবাসিক হলে অথবা ক্যাম্পাসের ভেতরে উপযুক্ত কোনো স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট হলে সংযুক্ত শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত বুথে ভোট প্রদান করবেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তিন কর্মদিবসের মধ্যে কেউ আপত্তি জানালে তা উপাচার্যের নিকট দাখিল করা যাবে এবং এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

নতুন চারটি পদ যুক্ত

হালনাগাদ করা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্র সংসদে নতুন করে চারটি সম্পাদকীয় পদ সংযোজন করা হয়েছে। সেগুলো হলোঃ **গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক।**

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তিন কর্মদিবসের মধ্যে কেউ আপত্তি জানালে তা উপাচার্যের নিকট দাখিল করা যাবে এবং এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ॥ রিটার্নিং কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে চীফ রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং অন্যান্য রিটার্নিং কর্মকর্তাদের এক বৈঠক গত ২২ জুন ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ছয়টি হল ও একটি ছাত্রীনিবাসে চীনা দূতাবাসের

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক এম এ কাউসার, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম, কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট ড. ছালমা নাছরীন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, রোকেয়া হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট সহকারী অধ্যাপক রুমানা পারভীন এ্যানি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, চীনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব বহু পুরনো এবং অত্যন্ত সুদৃঢ়। সাম্প্রতিক সময়েও এ সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হয়েছে। বিভিন্ন সময় চীনের সরকারি কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছেন। আমাদের দিক থেকেও চীন সফর করা হয়েছে। এই আন্তঃযোগাযোগের ফলে দুই দেশের মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গভীর হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গত ১ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আমরা তাদের প্রয়োজন বিবেচনায় ইন্টারন্যাশনাল হলে একটি আলাদা ব্লক স্থাপন করেছি।

উপাচার্য উল্লেখ করেন, সম্প্রতি ইউনান প্রদেশের গর্ভনর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেছেন এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে একটি শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন ছাত্রী হল নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে চীনা ভাষা কোর্সে অধ্যয়নরত ৫২ জন শিক্ষার্থীকে এবছর কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

চীনা দূতাবাস কর্তৃক হলগুলোতে টেলিভিশন সরবরাহ এই সহযোগিতারই অংশ এবং ভবিষ্যতেও এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মার্কেটিং ইন এ ট্রানজিশন ইকোনমি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক শামস্ রহমান এবং ইউসিবিডি'র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হিউ গিল (Prof. Hew Gill) অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গ্রন্থ রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই গ্রন্থ দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দ এই গ্রন্থের মাধ্যমে অনেক উপকৃত হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ কেস স্টাডিনির্ভর বইটি প্রকাশ করেছে বিশ্ববিখ্যাত একাডেমিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্প্রিংগার নেচার (পালগ্রাভ ম্যাকমিলান)। বাংলাদেশের স্থানীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ওপর ভিত্তি করে ৩৯টি কেস স্টাডি নিয়ে লেখা হয়েছে বইটি। এতে বিপণনের তাত্ত্বিক ধারণা ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সংযোগ তৈরি, বিপণন কৌশল, ভোক্তা আচরণ, সাপ্লাই চেইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের বৃত্তি প্রদানের জন্য

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) ২৮ মে ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১ম ও ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত ৪ জন অসচ্ছল প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল প্রতিভাবান খেলোয়াড়গণ অনেক উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিক্ষক নিয়োগ-পদোন্নতির অনিয়ম তদন্তের জন্য তথ্য আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে তা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গত ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

উল্লিখিত সময়ে শিক্ষক নিয়োগ বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কারও কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তথ্য-প্রমাণসহ তা লিখিত আকারে আগামী ২৫ জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে তদন্ত কমিটির সদস্য-সচিব ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদারে নতুন সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের লক্ষ্যে ধারাবাহিক বৈঠকের অংশ হিসেবে গত ২৫ জুন ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর রমনা জোনের ডিসি মাসুদ আলমসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে ক্যাম্পাসের সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে টিএসসি ও ভিসি চত্বর এলাকায় সার্বক্ষণিক পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসের মূল সড়কগুলোতে প্রক্টরিয়াল টিমের সঙ্গে পুলিশের টহল অব্যাহত থাকবে। প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুন কাটাবনে আওয়ামী লীগের মিছিলের প্রস্তুতির সময় মো. তামিম (১৯) নামে একজনকে আটক করে পুলিশ। আদালতের মাধ্যমে তাকে একদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয় এবং বর্তমানে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। জানা যায়, তামিম ২১ নং ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার মো. আসাদুজ্জামানের অনুসারী।

এছাড়া, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারের সামনে ককটেল সদৃশ বস্তু পাওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তদন্ত কমিটি কাজ করছে। একইসঙ্গে পুলিশও আলাদাভাবে তদন্ত পরিচালনা করছে এবং খুব শিগগিরই দায়ীদের গ্রেফতার করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

গতকাল রাজু ভাস্কর্য এলাকায় পটকা ফাটানোর ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্মিলিতভাবে অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে কাজ করছে।

এদিন আরও একটি পৃথক বৈঠকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ও ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এদিকে, মেধাবী শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং অচিরেই চার্জশিট প্রদান করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। একই সঙ্গে তোফাজ্জল হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলেছে। পিবিআই এর তদন্ত কাজ প্রায় শেষ করেছে এবং আগামী ২৪ জুলাই ২০২৫ এই মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-বাজেট সেমিনার

(১ম পৃষ্ঠার পর) বলেন, বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ও প্রকল্পভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাজেট আলোচনার আয়োজন করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গবেষণা কাজে আরও পারদর্শী হয়ে উঠবে।

সেমিনারে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা-প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যুব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্রতা হ্রাস ও সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক কর্মসূচি জোরদার, আর্থিক খাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ডিজিটাল গভর্নেন্স ও যুব সমাজের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেট উদ্বোধন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) দেশের মানুষ অনেক উপকৃত হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বৈষম্য নিরসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয় পর্যায়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে দেশের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব অসহায়, দরিদ্র, নিঃস্ব ও বাস্তুহারা মানুষের সুরক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকার এসব সংকট নিরসনে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এবং এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের মানুষ এই সংকটের ভয়াবহতা বারবার প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন এদেশের মানুষের নিত্যদিনের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ এই সংকটের সম্মুখীন। এই প্রেক্ষাপটে রামরু যে টেমপ্লেট প্রণয়ন করেছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি, মানবাধিকার, জীবিকা নির্ভর অভিবাসন, নগরায়ণসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী নথি হিসেবে রামরু এই ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যানেজমেন্ট টেমপ্লেট প্রণয়ন করেছে। এটি সম্প্রতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

শামসুন নাহার হলের ৪১ শিক্ষার্থীর বৃত্তিলাভ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) এবং তনিমা রহমান (শিক্ষা ও গবেষণা)।

২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ২২ জন শিক্ষার্থীকে প্রভোস্ট বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- ফাতেমা আক্তার (উর্দু), ফরিদা ইয়াসমিন (ফলিত গণিত), তামান্না হক মিম (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), প্রজ্ঞা সাহা (ভাষাবিজ্ঞান), মোছা: তাছলিমা খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), জেসি আক্তার (ম্যানেজমেন্ট), মোছা: সুমাইয়া ফারুকী (রসায়ন), সাবিকুন নাহার মীম (প্রাণিবিদ্যা), মোসা: আয়শা নাজমিন (শিল্পকলার ইতিহাস), নাসরিন আক্তার নির্জনা (স্বাস্থ্য অর্থনীতি), উম্মে সুমাইয়া (শিক্ষা ও গবেষণা), ফারিহা তাসনিম শ্রুতি (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা), মোছা: আছমা খাতুন সাথী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), তাজলিমা আক্তার (ম্যানেজমেন্ট), ইসরাত জান্নাত ইমা (প্রাণিবিদ্যা), উম্মে সাদিয়া শিমলা (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), মোসা: মিশকাতুল জান্নাত (প্রাচ্যকলা), মারজিয়া বিনতে রহমান (ফার্মেসী), কামরুন্নাহার কলি (ফলিত পরিসংখ্যান), ফায়রুজ আনিকা (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান), হামিদা আক্তার নিশা (লোক প্রশাসন) এবং তুলি শীল (ম্যানেজমেন্ট)

এছাড়া, শহিদুল হক স্মৃতি বৃত্তি পেয়েছেন- নাফিজা আক্তার (ইতিহাস) এবং মোসা: মাসুরা আক্তার (ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স)।

দু'দিনব্যাপী মালয়েশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী

(১ম পৃষ্ঠার পর) মোহাম্মদ শুহাদা ওসমান (Mohd. Shuhada Othman) সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মালয়েশিয়ার টেলি কমিউনিকেশন কোম্পানি ইডটকো-বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল আইজ্যাক (Sunil Issac, Country Managing Director of EDOTCO Bangladesh) অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া অন্যতম। দু'দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। এই সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে সম্প্রতি 'মালয়' ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে দু'দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পেনদিদিকান সুলতান ইদ্রিস ইউনিভার্সিটিসহ মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ঢাবি'র প্রস্তাবিত বাজেট ১ হাজার ৩৫.৪৫ কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর) ২৭ দশমিক ৬২ শতাংশ (২৮৫ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার টাকা)। গতবছর প্রস্তাবিত বাজেটের ৬৭ শতাংশ (৬৩৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা) ব্যয় হয়েছে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশনে। এ ছাড়া পণ্য ও সেবাসহায়তা বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ (২২০ কোটি ৫৫ লাখ ৫ হাজার টাকা)

১ হাজার ৩৫ কোটি টাকার বাজেটে গবেষণায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২.০৮% বা ২১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। গত বছর এই বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা ৭ লক্ষ টাকা।

বাজেট উপস্থাপনের সময় ইউজিসির বরাদ্দকে অপর্যাপ্ত বলেছেন কোষাধ্যক্ষ এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এবার ইউজিসির কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা ছিল ১ হাজার ২৫১ কোটি ৬০ লাখ ২৫ হাজার টাকা; ইউজিসি থেকে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৯৭৮ কোটি ৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে প্রায় ২৭৩ কোটি ৫৬লাখ ২৫ হাজার টাকা কম বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বারবার চাহিদার চেয়ে কম টাকা বরাদ্দ দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে বিনিয়োগ কমে আসছে। সেকারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কার্যক্রম গতিশীল হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ছিল ৯৭৩ কোটি ৫ লাখ টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছিল ৯৪৫ কোটি ১৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকায়। তবে এবারে বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৫ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবেষণায় বরাদ্দ ছিল মাত্র ২০ কোটি টাকা, যা বর্তমান বাজেটে ২১ কোটি টাকা। গতবারের বাজেটে ৬৭ শতাংশ ব্যয়ই ছিল বেতন ও ভাতা খাতে, ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ ব্যয় ছিল পণ্য ও সেবা-সহায়তা খাতে। এবারের বাজেটে ৬২.৬৯ শতাংশ বেতন ও ভাতা ও পেনশন খাতে এবং পণ্য ও সেবা-সহায়তা খাতে ২৭ দশমিক ৬২ শতাংশ ব্যয় হবে।

সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবিতে ইউনেস্কো চেয়ার: ১২৫টি দেশের সঙ্গে একাডেমিক সংযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি সম্পৃক্ততা এবং নীতিনির্ধারণী সংলাপ পরিচালনা করবে।

চেয়ারটি কেবল একটি একাডেমিক উদ্যোগ নয় বরং এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈশ্বিক একাডেমিক নেটওয়ার্ক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্তে সংযুক্ত করবে। এই চেয়ারের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন।

চুক্তি অনুযায়ী, ইউনেস্কো চেয়ারের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সহায়তা দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চেয়ারের কার্যক্রমে ব্যবহৃত ইউনেস্কো চেয়ার লোগো কেবল নির্ধারিত নিয়ম মেনে ব্যবহার করা যাবে এবং কোনো অবস্থাতেই তা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

চেয়ারের মূল লক্ষ্যগুলো হলোঃ

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনায় উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে আলোচনা সভা, সেমিনার ও ওয়েবিনারের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় বিস্তৃত করা।

চেয়ারটির প্রথম মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৯ পর্যন্ত বহাল থাকবে। মেয়াদ শেষের আগেই কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইউনেস্কোকে জমা দিয়ে নবায়নের আবেদন করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করছে এই ইউনেস্কো চেয়ার দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি, ন্যায্যতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

দু'দিনব্যাপী ফার্স্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স কনফারেন্স

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাছিমা খাতুন বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জুলাই-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর আমরা এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে এসময় সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন দূর করে আমাদের একযোগে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষক, গবেষক ও পেশাজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার ও নেটওয়ার্ক বৃদ্ধিতে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয়কে উপজীব্য করে এই সম্মেলন আয়োজন করায় তিনি আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের ১৬টি সেশনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকগণ প্রায় ৬০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দু'দিনব্যাপী ক্যারিয়ার ফেস্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর) ক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহমুদুল হাসান মারজুক এবং সাবেক সহ-সভাপতি আজহার ভূঁইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্যারিয়ার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির বিন সিদ্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যে আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্যারিয়ার ফেস্ট আয়োজন করে আসছি। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। এই ফেস্ট থেকে শিক্ষার্থীরা সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাবে এবং নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে পর্যাপ্ত রিসোর্স মবিলাইজেশন ও সংকট নিরসন করা সম্ভব নয়। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে সমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

দু'দিনব্যাপী এই 'ক্যারিয়ার ফেস্ট'-এ দেশ-বিদেশের ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানের স্টলে জীবনবৃত্তান্ত জমা দেন। শিক্ষার্থীরা মক ইন্টারভিউ, ইন্টারেক্টিভ সেশন এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং তৈরি ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। এছাড়া, বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং ক্যারিয়ার প্ল্যানসহ বিভিন্ন বিষয়ে এই ফেস্ট-এ ৬টি সেশন অনুষ্ঠিত হয় ।

যৌন নিপীড়ন, বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাকে সভাপতি করে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরীন, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আয়েশা বানু এবং আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইকরামুল হক।

পরামর্শক কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে: (ডিনস্ কমিটির সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে এই সুপারিশগুলো কার্যকর করার ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।)

১. যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিরোধী কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিটির পাশাপাশি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন- বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের স্কুল অব ল-এর ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভুইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মো. ইলিয়াস আল-মামুন এবং কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন লোক প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভুইয়া।

২. প্রতিটি অনুষদ, হল, হোস্টেল এবং ইনস্টিটিউটে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে, যেখানে অন্তত দুইজন নারী সদস্য থাকতে হবে। এর পাশাপাশি বিভাগ পর্যায়ে এ ধরনের কমিটি থাকার ব্যাপারেও সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. প্রশাসন মনে করে, অভিযোগকারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বিলম্ব এবং একজন নারী অভিযোগকারীকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়া যৌক্তিক নয়। এ কারণে 'তথ্যানুসন্ধান কমিটি' গঠন করার প্রয়োজন নেই।

৪. বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষদ, হল, হোস্টেল, ইনস্টিটিউটভিত্তিক কমিটি যৌন হয়রানি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ পেলে তা নিজেরা তদন্ত করতে পারবে কিংবা তদন্তের পূর্বে বিষয়টি যৌন হয়রানি বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠাতে পারে।

৫. যৌন হয়রানি, বুলিং ও র‍্যাগিং সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য প্রতিটি একাডেমিক ভবন, হল, হোস্টেল ও ইনস্টিটিউটে অভিযোগ বক্স স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ডিন, প্রভোস্ট, ওয়ার্ডেন ও ইনস্টিটিউট পরিচালকগণ এই বক্স তদারকি করবেন এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কমিটিতে নিয়মিতভাবে পাঠাবেন।

৬. নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানিবিরোধী একটি সেশন বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৭. প্রতিটি বিভাগ/ইনস্টিটিউটে বছরে অন্তত একবার যৌন হয়রানি, বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন সকল অনুষদের ডিন, সকল ইনস্টিটিউট পরিচালক, সকল হলের প্রভোস্ট, এবং হোস্টেল ওয়ার্ডেনদের যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন, বুলিং, র‍্যাগিং ও স্টকিং ইত্যাদির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা নীতি' অনুসরনের নির্দেশ দিয়েছে। প্রশাসন সকলের অংশগ্রহণে একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি, বুলিং, র‍্যাগিং ও স্টকিং ইত্যাদি প্রতিরোধে প্রশাসন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

'বাজেট ২০২৫-২৬ : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান'

(১ম পৃষ্ঠার পর) রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এম. আবু ইউসুফ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম এ রাজ্জাক আলোচনায় অংশ নেন। উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. নাঈম সুলতানা স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেন, আমাদের সময় এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পাশাপাশি দায়বদ্ধতার অভাব আর সঠিক পরিকল্পনার ঘাটতি আমাদের নানা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। বিদেশ থেকে যে ঋণ পাচ্ছি, তার বড় অংশ আগের ঋণ শোধ করতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর বাংলাদেশ এ ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষাখাতসহ অগ্রাধিকারের জায়গাগুলোতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা কমিশন হলেই যে শিক্ষাখাতের সকল সমস্যার সমাধান হবে, সেটা ভাবার কোন কারণ নেই। শিক্ষাখাতের সংস্কারে শুধু আলোচনা নয়, সময়সীমা নির্দিষ্ট করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাংলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ভাষায় লেখা বইগুলো অনুবাদ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাতীয় বাজেট আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জাতীয় বাজেটে এবছর শিক্ষাখাতে বেশকিছু ভালো উদ্যোগ আমরা দেখতে পেয়েছি। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান খাতে এবছর কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে এসব খাতে আরও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এই সংলাপ জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সভাপতির বক্তব্যে বলেন, সফল ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনখাতকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

পিএইচডি ও এমফিল প্রোগ্রামে

(১ম পৃষ্ঠার পর) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের মধ্য থেকে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করতে হবে এবং তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ও মাধ্যমে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। আগামী ২৪ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (https://du.ac.bd) আবেদন ফরম ডাউনলোড করা যাবে। ভর্তি ফরমের ফিস বাবদ ১০০০/- টাকা আগামী ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখায় জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালকের অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ফিস বাবদ টাকা জমার রশিদের মূলকপি, সকল পরীক্ষা পাশের সনদ ও নম্বরপত্রের ফটোকপি ও সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক/বিভাগের চেয়ারম্যান/ইনস্টিটিউটের পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে। এছাড়া, গবেষণার একটি রূপরেখা (Synopsis) জমা দিতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ইউজিসি স্বীকৃত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) মাস্টার্স ডিগ্রি প্রাপ্ত হলে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি এম.ফিল. প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। এম.বি.বি.এস./সমমান ডিগ্রিধারী প্রার্থীগণ তাদের ডিগ্রির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগে/ইনস্টিটিউটে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের শিক্ষা জীবনের সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ/শ্রেণি এবং সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে ৫.০০ স্কেলে ন্যূনতম ৩.৫০ এবং ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম ৩.০০ থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত ও হিজড়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে এবং সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে ৫.০০-এর মধ্যে ৩.০০ এবং ৪.০০-এর মধ্যে ২.৫০ থাকতে হবে। বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশ থেকে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভর্তির ক্ষেত্রে আবেদনপত্র গ্রহণের পূর্বে তাদের অর্জিত ডিগ্রির সমতা নিরূপণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সমতা নিরূপণ কমিটির আহ্বায়কের (ডিন, ফার্মেসী অনুষদ, মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন সংলগ্ন) নিকট আবেদন করতে হবে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্যের লেইস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী ডিন

যুক্তরাজ্যের লেইস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ বিজনেসের সহযোগী ডিন ড. মো. ইমতিয়াজ মোস্তাফিজ গত ২৯ মে ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের লেইস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবসায়, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ক্রেডিট ট্রান্সফার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়, যৌথ পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু, তরুণ শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, দু'বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের লেইস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

তুরস্কের অধ্যাপক

তুরস্কের ফিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেহমেত চাবাস গত ২৬ জুন ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের ফিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। দু' বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং গবেষক বিনিময় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

পরে, অধ্যাপক ড. মেহমেত চাবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

অধ্যাপক ড. মেহমেত চাবাস ২৫ জুন ২০২৫ বুধবার ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে "Nanomaterials and Optical Sensors" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

মালয়েশিয়ার অধ্যাপক

মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির এমিরিটাস অধ্যাপক ড. রোসনানি হাশিম এবং সহকারী অধ্যাপক ড. নাজাতুল আকমার বিনতে মোখতার গত ২৬ জুন ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক থট (বিআইআইটি)-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

মালয়েশিয়ার অধ্যাপকগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠক্রম আধুনিকায়নেও তারা একযোগে কাজ করতে চান।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. রোসনানি হাশিম 'The Necessity of Application of the Wisdom Pedagogy in Arts and Humanities for the 21st Century' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে সহকারী অধ্যাপক ড. নাজাতুল আকমার বিনতে মোখতার 'Teaching Methodology in Arabic and Islamic Studies' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ছয়টি হল ও একটি ছাত্রীনিবাসে চীনা দূতাবাসের এলইডি টিভি প্রদান

চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অংশ হিসেবে চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রী হল, একটি ছাত্রীনিবাস ও স্যার পিজে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলে এলইডি টেলিভিশন প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২২ জুন ২০২৫ তাঁর সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের মাঝে এই টেলিভিশনগুলো বিতরণ করেন।

এলইডি টেলিভিশন পাওয়া ছাত্রীনিবাস ও হলগুলো হলো: রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কবি সুফিয়া কামাল হল ও নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ছাত্রীনিবাস।

এসময় শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা, স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রভোস্ট (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

ডাকসু নির্বাচনের জন্য প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ ১০ রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জন্য উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন-কে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডাকসু সংবিধানের ৮(এফ) ধারার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এ নিয়োগ প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সর্বশেষ সভায় এ নিয়োগ অনুমোদন করা হয়।

বাকী নয়জন রিটার্নিং কর্মকর্তারা হলেন- মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মহিউদ্দিন, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম (শহীদুল জাহীদ), বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর।

রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ উপাচার্যের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচন পরিচালনার পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করবেন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেবেন।

উল্লেখ্য, পূর্বে ডাকসু নির্বাচনে ৬ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিশন থাকলেও এবার কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১০ জন করা হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের বিধিমালা হালনাগাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এতে নির্বাচনের লক্ষ্য, অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নতুন বিধিমালায় ছাত্র সংসদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে-

স্বাধীনতা আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করা।

বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের ইতিহাসে সংঘটিত সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করা।

সদস্যপদ, ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হতে হলে শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হতে হবে। যিনি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে স্নাতক, মাস্টার্স বা এম.ফিল. প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত এবং কোনো আবাসিক হলে অবস্থানরত বা সংযুক্ত।

সান্ধ্যকালীন কোর্স, পেশাদার বা এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও ভাষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরিকালচার সেন্টারের উদ্যোগে 'প্লাস্টিক ব্যবহার বর্জন করি, দূষণ ও প্লাস্টিক মুক্ত সবুজ ক্যাম্পাস গড়ি' শীর্ষক এক সেমিনার গত ২২ জুন ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদ, আইন অনুষদ, পরিবেশ সংসদ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর সমাধান বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় আরবরিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পরিবেশ সংসদের নেতৃবৃন্দ, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিগণ এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ১ জুন ২০২৫ দিনব্যাপী 'প্লাস্টিক বর্জ্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান' পরিচালনা করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম এবং টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানসহ টিআইবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ এবং স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ১০ লাখ টাকার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'ড. সালমা আরজু ক্রীড়া ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ড. সালমা আরজু ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

শহীদুল্লাহ্ হল প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৯ শিক্ষার্থী

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলের ০৮জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৬জন এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ২জন মেধাবী শিক্ষার্থী প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। এছাড়া খেলাধুলায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় ১জন শিক্ষার্থীকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৮ মে ২০২৫ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রভোস্ট অ্যাওয়ার্ড কমিটির আহ্বায়ক এবং হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ভূঁঞা স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি প্রদানের চেষ্টা করছি। সকল ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় রেখে দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. তহিদুল ইসলাম (সমুদ্রবিজ্ঞান), জহুর আহমেদ ও মোহাম্মদ সোলায়মান (ভূতত্ত্ব), মো. এহসানুল হক মামুন (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল), কামরুজ্জামান আসিফ (তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট), মো. ইসতিয়াক উদ্দিন (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং), পিয়াল সরকার (ওষুধ প্রযুক্তি), মো. আমিনুল কাদের বুলবুল (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল) এবং মুহাম্মদ আজিজুল হক (অণুজীব বিজ্ঞান)।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেট সুলতানা কামাল হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৭ মে ২০২৫ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ্যাথলেট সুলতানা কামাল হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ড. ফাতেমা-তুজ-জোহরা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এবং বাংলাদেশ লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি সোসাইটি'র সভাপতি মোহাম্মদ আলী বাপ্পি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে হোস্টেলের পরিবেশ ক্লাবের নতুন কমিটিকে বরণ ও বিদায়ী কমিটিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন- সাদিকা সানজিদা আজাদ ছোঁয়া, মোছা. তাসনিম আক্তার রুম্পা, দীপা রানী কর, মারিয়া জাহান, উম্মে হাবিবা ঐশী, (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

শামসুন নাহার হলের ৪১ শিক্ষার্থীর বৃত্তিলাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন নাহার হলের ৪১জন শিক্ষার্থী ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি, শহিদুল হক স্মৃতি বৃত্তি এবং প্রভোস্ট বৃত্তি লাভ করেছেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গত ২৫ মে ২০২৫ হল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা এবং ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ডের সদস্য ও হলের খন্ডকালীন আবাসিক শিক্ষক ড. নাফিজা ফেরদৌসী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রয়াত ফাতেমা ইকবালের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এধরনের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান।

এবছর ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ১৭ জন শিক্ষার্থীকে ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- রুহানী আফরিন (উর্দু), মোসা: অনিয়া ফেরদৌস (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), মুক্তি দাশ (কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস), ফারিহা আক্তার (সমাজবিজ্ঞান), ফেরদৌস নূর প্রভা (ম্যানেজমেন্ট), হালিমা আক্তার তামান্না (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), নুর-ই- জাহান অংকন (অণুজীব বিজ্ঞান), মার্জিয়া জান্নাত (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান), খাশ্রী গান্দাই (থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ), ফাতেমা তুজ্জহুরা রিতু (উর্দু), রওনক জাহান (সমাজবিজ্ঞান), তাহসীন জাহান (অর্থনীতি), সাদিয়া আক্তার (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), সাদিয়া জাহান (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস), জান্নাতুল ফেরদৌস (ভূগোল ও পরিবেশ), নওশীন ফারিহা (আইন) (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

মার্কেটিং ইন এ ট্রানজিশন ইকোনমি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

'মার্কেটিং ইন এ ট্রানজিশন ইকোনমি: নিউ রিয়েলিটিজ, চ্যালেঞ্জেস এন্ড প্রোসপেক্টস (Marketing in a Transition Economy: New Realities, Challenges and Prospects)'-শীর্ষক কেস স্টাডিনির্ভর মার্কেটিং গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৩ জুন ২০২৫ আবদুল্লাহ ফারুক কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, অধ্যাপক ড. নাসরিন আক্তার এবং অধ্যাপক ড. আবুরেজা মুহাম্মদ মুজারেবা যৌথভাবে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক, ইউনিলিভার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ জাভেদ আখতার, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেট উদ্বোধন

গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান রামরু (Refugee and Migratory Movements Research Unit) ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের জন্য একটি 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেট (Internal Displacement Management Template) প্রণয়ন করেছে। ২৩ জুন ২০২৫ সোমবার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনস্থ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এই টেমপ্লেট-এর উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর ঢাকাস্থ চিফ অফ মিশন মি. ল্যান্সি বননু (Mr. Lance Bonneau, Chief of Mission, IOM) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রামরু'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। রামরু'র গবেষণা ফেলো ইখতেখারুল ইসলাম 'টেমপ্লেট'-এর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই টেমপ্লেটের ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত কারণে বাস্তুহারা মানুষদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি যথেষ্ট বিস্তৃত, আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রদানের জন্য উপযুক্ত এবং একটি অনুশীলনমূলক ডকুমেন্ট। তিনি বলেন, সমন্বিত কাজ ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত যে কোন গবেষণাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই টেমপ্লেট তৈরিতেও সেটি অনুসরণ করা হয়েছে। এজন্য এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সময়ের সঙ্গে এটি হালনাগাদ করা সম্ভব। এই টেমপ্লেট নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বৃহত্তর পরিসরে কাজ করলে (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮